দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ৩০ 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

একজন আনোয়ারউল্লাহ-চৌধুরীর একটি ভুল সিদ্ধান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় অচল ❑ সরকারের কঠোর মনোভাব দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ একজন আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর একটি ভুল সিদ্ধান্ত দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত অচল করে দিলো। জনগণের বিপুল ভোটে বিজয়ী একটি জনপ্রিয় সরকারকে করলো বিব্রত। ভুল সিদ্ধান্তের জের হিসেবে যে আগুন জ্বলেছে এখনো তা নিভছে না। এ ধরনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সরকার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছে। মধ্যরাতে ছাত্রী হলে পুলিশী অভিযানকে কোন সচেতন মানুষই যেমন সমর্থন করেনি, তেমনি সরকারেরও কেউ সমর্থন করেনি। কিন্তু সময় যতই বয়ে যাচ্ছে সরকারের ভাবমূর্তিও ততই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের মনোভাব খুবই কঠোর। অথচ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার আগে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকার কিছু করতে চাচ্ছে না। তবে রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যত কঠিন সিদ্ধান্তই হোক গ্রহণ করবে; এ প্রশ্নে সরকার পিছপা হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশান্ত করার জন্য একটি বিশেষ মহল বেশ কিছুদিন যাবতই চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। বিশেষ করে সরকার যখন ছাত্ররাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল তখনই ঐ মহলটি ইস্যুর সন্ধানে ছিল। সর্বোপরি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় অচল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোশাররফের বাংলাদেশ সফরকে সামনে রেখে একটি অশান্ত পরিস্থিতি তৈরীর জন্য মহলটি ষড়যন্ত্রের ঘুঁটি চালাতে থাকে। গোয়েন্দা সংস্থা সরকারকে এ ব্যাপারে আগাম ধারণা দিলেও তখন তারা কল্পনাও করতে পারেননি যে, ষড়যন্ত্রকারী মহলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেবে। শামসুন্নাহার হলের

সেদিনকার ঘটনাটি ছিল পূর্বপরিকল্পনারই অংশ। ছাত্রদলের কয়েকজন নেত্রীকে হলে ঢুকিয়ে করে নির্যাতন চালানো এবং হল কর্তৃপক্ষের ডাকে পুলিশের উপস্থিতি ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার (?) করতে সাহায্য করে। হলের তখনকার প্রভোস্টের অনুরোধে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী রাতেই হলে অভিযান চালানোর জন্য পুলিশকে অনুমতি প্রদান করেন। ওই প্রভোস্ট আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দলের নেত্রী হলেও ভিসির সাথে তার অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক রয়েছে বলে অনেকে বলে থাকেন। ভিসির এই 'সামান্য ভুল' গোটা পরিস্থিতিকে ক্রমেই অবনতির দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। যেসব সাধারণ ছাত্র কখনও কোন দলের পক্ষে শ্লোগান দেয়নি, তারাও ক্ষুব্ধ হয়ে রাজপথে নেমে এল। শিক্ষকদেরও একটি বিরাট অংশ ভিসির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মিছিলে শামিল হয়েছেন। ক্যাম্পাসের এই উত্তেজনা অন্যত্রও আছড়ে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তাপ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়ছে। এই ঘটনায় দলমত নির্বিশেষে সকল অভিভাবককেও ক্ষুব্ধ করেছে। ছাত্র সংগঠনগুলো গত কয়েক মাসে শত চেষ্টা করেও যেখানে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি, তারাও সুযোগ পেয়ে গেছে। সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনে শুধু ছাত্রলীগ নয়, আওয়ামী লীগও সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বিগত এক দশকে ক্যাম্পাসে এমন নজিরবিহীন আন্দোলন হতে দেখা যায়নি। অন্যের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী নিজের ক্যারিয়ারকে যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুললেন, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকেও ম্লান করে দিলেন। তিনি তার ঐ ভুল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকারের মাথায় একটি বিরাট বোঝা চাপিয়ে দিলেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ভীষণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এই ঘটনার সাথে যারা যেভাবেই জড়িত থাকুন না কেন, তিনি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ বলে জানা গেছে।